প্রশ্ন ঃ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কী ? (৫)

উত্তর ঃ জাদুঘরে সংগৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সময়ের ব্যবধানে বিনষ্ট হতে পারে। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি নীরোগ ও ক্ষয় রোধ করে এর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির জন্য যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তা 'পুরাতাত্ত্বিক সংরক্ষণ' (Conservation) নামে পরিচিত। এইরূপ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—১। রক্ষা করা (Preservation) এবং ২। পুনরুদ্ধার/পুনরানয়ন (Restoration)।

জাদুঘরে সংগৃহীত পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ করার সাথে সাথে সংরক্ষণ রসায়ণাগারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নীরোগ বা পুনরুদ্ধার করা না হলে সংগ্রহটি অচিরেই বিনষ্ট, ধ্বংস বা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে। এর ফলে ইতিহাসের তথ্য প্রদান বাধাপ্রাপ্ত হয়। জাদুঘরে নিদর্শন সংগ্রহ তাই যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি পুরাতত্ত্বগুলি পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে টিকিয়ে রাখাও জাদুঘরের অন্যতম কর্তব্য। জাদুঘরের সংগৃহীত পুরাতত্ত্বগুলি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। জাদুঘরের কর্মকর্তা ও সংরক্ষণবিজ্ঞানীদের একটি পেশাগত দায়িত্ব হল, প্রতিটি পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের যথাযোগ্য পরিচর্যা করা এবং সঠিক সময়ে সেগুলির সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও পুনরানয়ন করা। এই ব্যবস্থা সদ্য-সংগৃহীত কিংবা পুরানো সংগ্রহ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হয়, যেহেতু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আমাদের অতীত ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে জড়িত তাই এগুলি বিনষ্ট হলে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়। যেহেতু কোনোভাবে এগুলি বিনষ্ট হলে বা ধ্বংস হলে পুনঃস্থাপন করা আদৌ সম্ভব নয়, তাই পূর্বেই এবিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী। অনিবার্য কারণে খননে ক্ষয়প্রাপ্ত পুরাতত্ত্ব সংগৃহীত হওয়ার পর যতদূর সম্ভব দ্রুত গতিতে সংস্কার, মেরামত ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এটি তখনই সম্ভব, যখন জাদুঘরের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত ব্যক্তিগণ—মহাপরিচালক, পরিচালক, কীপার, কিউরেটর, রেজিস্ট্রার ও কনজারভেটরের মধ্যে প্রত্যক্ষ দাপ্তরিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে। রাসায়নিক সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে আমলাতান্ত্রিক জটীলতা, বিধি-বিধান, ম্যানুয়াল ও আইন-কানুনের জটীলতা কাটিয়ে তোলা জরুরী। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের চিকিৎসা (Treatment) এই কারণে প্রত্যেক জাদুঘরের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়।

Scanned by TapScanner